অবিস্মরণীয় সাদাকো ও শান্তি আন্দোলন
(বই আলোচনা)

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

সাদাকো ও হাজার সারস II প্রকাশকঃ সাহিত্যিকা, ঢাকা II মূল রচনাঃ ইলেনর কোয়ের, অনুবাদঃ স্বপন বিশ্বাস II প্রচ্ছদঃ সমর মজুমদার II ৬৮ পৃষ্ঠা মূল্যঃ ৮০ টাকা (ইউ এস ডলার দুই)

কাহিনী সংক্ষেপঃ

সাদাকো অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও উচ্ছলতায় ভরপুর একটি জাপানী কিশোরীর নাম। ১৯৫৪ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ন' বছর। জাপানীরা যুদ্ধের দুর্যোগকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। নতুন নতুন স্বপ্নকে সামনে রেখে তাঁরা এগোনোর চেষ্টা করছে। এগারো বছরের কিশোরী সাদাকোর স্বপ্ন রানার হওয়ার। বিভিন্ন সময় দৌড় প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যে সে স্কুলে যথেষ্ট নাম ও কামিয়েছে। আকস্মাৎ ভয়াবহ ছন্দ পতন ঘটলো। সাদাকোর লিউকেমিয়া(ব্লাড ক্যান্সার) ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ফেলা এটম বোমার বিকিরণজনিত প্রভাবে সে সময়টিতে জাপানে হাজার হাজার মানুষ লিউকেমিয়াসহ নানা রকম বিকলাংগজনিত অসুখে আক্রান্ত হচ্ছিল। আক্রান্তদের মধ্যে সাদাকোর মত শিশুরা ও ছিল, যারা যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিল, কিংবা যাদের সে সময় জন্ম ও হয়নি *(যেমন- আলোচ্য বইয়ে কেনজি নামের আর একটি বাচ্চা)*। সাদাকো হাসপাতালে ভর্তি হল। এ সময় সাদাকোর প্রিয় বন্ধু সিজুকু সাদাকোকে একটি *'সুখবর'* দিল। *'যদি কোন ব্যক্তি কাগজ ভাঁজ করে করে এক হাজার সারস বানায়,তাহলে দেবতারা তার ইচ্ছে পূরণ করে- সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।'* বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা সাদাকো শুরু করলো কাগজ দিয়ে সারস বানানো। ১৯৫৫ সালের ২৫ অক্টোবর মারা যাবার পূর্ব পর্যন্ত সাদাকো মোট ছয়শ' চুয়াল্লিশটি কাগজের তৈরী সারস বানিয়েছিলো।এরপর তার ক্লাশের সাথীরা মিলে আর ও তিনশ' ছাপ্পান্নটি সারস বানালে মোট এক হাজার সারসসহ সাদাকোর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। ক্লাশমেটরা সাদাকোর সব চিঠি পত্র সংগ্রহ করে সে সময় একটি বই বের করে। সারা জাপানে বইটির সুবাদে ছড়িয়ে পড়ে *সাদাকো ও হাজার সারস* এর কাহিনী। সাদাকোর প্রতি বন্ধুদের ভালবাসা ও সহমর্মিতা ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয়, সাদাকোসহ এটম বোমার আঘাতে প্রাণ হারানো সকল শিশুদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

করার। তাঁদের স্বপ্ন সফল ও হয়। ১৯৫৮ সালে হিরোসিমা শান্তি উদ্যানে সাদাকো ও অন্যান্য শিশুদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আজ দেখছে, প্রসারিত হাতে সাদাকো ধরে আছে সোনালী সারস। সাদাকোর সম্মানে তাঁর বন্ধুরা আর ও গড়ে তোলে 'সারস ক্লাব'। প্রতি বছর ৬ই আগষ্ট শান্তি দিবসে ক্লাবের সদস্যরা ওখানে রেখে আসে নিজেদের তৈরী সারস পাখি। তাঁদের সকলের প্রার্থনার ভাষা ও এক, যা লেখা রয়েছে স্মৃতিসৌধের পাদ দেশেঃ

আমাদের কান্না, আমাদের প্রার্থনা– শান্তি ময় বিশ্ব।

সাদাকোর অবিস্মরণীয় এই সারস বিষয়ক মন ছুঁয়ে যাওয়া কাহিনী জাপানের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পিছনে মূখ্য অবদান কানাডীয় সংবাদদাতা ও লেখিকা ইলেনর কোয়ের এর। ১৯৪৯ সালে জাপান ভ্রমণকালে ক্ষতবিক্ষত হিরোসিমা ও নাগাসাকি লেখিকাকে মর্মাহত করে। ১৯৬৩ সালে দ্বিতীয়বার জাপান ভ্রমণকালে প্রথমবারের মত ইলেনর সাদাকোর স্মরণে নির্মিত সৌধ দেখতে পান। সাদাকোর কাহিনী লেখিকাকে আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম জাপানের বাইরে ইরেজী ভাষায় ইলেনর কোয়ের এর *Sadako and The Thousand Paper Cranes* পুস্তকটি আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। অতঃপর সমস্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় সাদাকোর কাহিনী অনুদিত হয়।

সাদাকো ও হাজার সারস (বাংলা অনুবাদ)ঃ

বাংলাদেশের ছেলে*(বর্তমানে সিঙ্গাপুরে বসবাস রত)* ভ্রমণ পিপাসু স্বপন বিশ্বাস জাপান ভ্রমণে গেলে সেখানকার হিরোসিমায় শান্তি যাদুঘর দেখতে যান। সেখানে তিনি সাদাকোর স্মৃতিস্তম্ভ প্রত্যক্ষ করেন। অনেকটা মূল কাহিনী লেখক ইলেনর কোয়ের এর মত সাদাকোর কাহিনী স্বপন বিশ্বাসের মনে ও গভীর দাগ কাটে। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

'শান্তি যাদুঘরের ওয়েবসাইটের এক তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের অন্তত ৫২ টি দেশের মানুষ সাদাকো সম্পর্কে অবহিত। বাংলাদেশের নাম সেখানে নেই.....সাদাকো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে বহু মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বাংলাভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিতভাবে হলেও সাদাকোও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য বইটি অনুবাদ করেছি।'

স্বপন বিশ্বাসের আন্তরিকতার প্রমাণ মেলে বইটির একেবারে প্রথমদিকের একটি ঘোষণাতেঃ "The royalty earned from this book would be used for the cause of peace movement and also to erect a sculpture in Dhaka in honor of Sadako --- Translator" অর্থাৎ, বইটি থেকে উপার্জিত অর্থ স্বপন বিশ্বাস ব্যয় করতে চান শান্তি আন্দোলনে এবং ঢাকাতে সাদাকোর সম্মানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বিনির্মাণে। আমাকে তিনি লিখেছেন, ইতিমধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট লোকজনদের সাথে কথা বলা ও শুরু করেছেন। যে মুহূর্তে আমাদের চারিদিক যুদ্ধ,বোমাবাজি, জাতিগত/ধর্মীয় হানাহানিতে চরমভাবে আক্রান্ত ও লাঞ্চিত, স্বপন বিশ্বাসের এরকম একটি উদ্যোগ আমাদেরকে আশান্বিত করে ।

বইটির আর ও কয়েকটি দিক এটিকে গতানুগতিক একটি অনুবাদ গ্রন্থ এর চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মূল ইংরেজী বইয়ের অনুবাদের পাশাপাশি এতে সংযোজিত হয়েছে সাদাকো সম্পর্কিত আর ও কিছু তথ্য, সাদাকোর মায়ের লেখা হৃদয়স্পর্শী একটি খোলা চিঠি, এবং ড্রয়িংসহ সারস বানানোর পদ্ধতি । সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটের ঠিকানা ও রয়েছে ওতে। আরেকটি মূল্যবান সংযোজন হচ্ছে হিরোসিমা শান্তি যাদুঘর, সাদাকো স্মৃতিসৌধের রঙ্গিন ছবি (অনুবাদকের তোলা) এবং সাদাকোর পারিবারিক এলবাম। অনুবাদক সাদাকোর পারিবারিক ছবিগুলো সংগ্রহ করেছেন সরাসরি সাদাকোর বড় ভাই এর কাছ থেকে। এ জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়।

এবার অনুবাদের ভাষা প্রসংগে দু'টি কথা। আমি সোজাসাপ্টা ভাবে এ কথা বিশ্বাস করি যে,

কোন অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে যদি পাঠক ক্ষণিকের জন্য হলে ও ভুলতে না পারেন যে, এটি আসলে একটি অনুবাদ; তখন বলতে হবে, অনুবাদক ব্যর্থ। সন্দেহ নেই, কাজটি কঠিন। মূল রচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনুবাদকৃত ভাষার সাবলীলতা ও গতিময়তা রক্ষা করে যাওয়া অধিকাংশ অনুবাদকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, স্বপন বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য ভাবে সফল হয়েছেন। মূল কাহিনী ও জাপানী নাম গুলো ভুলতে পারলে, আমার বিশ্বাস, অনেকে টের ও পাবেন না যে, এটি আসলে একটি অনুবাদকৃত সত্য কাহিনী। হয়তো সাদাকোর কাহিনী সত্যি সত্যি স্বপন বিশ্বাসের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে বলেই তাঁর পক্ষে এমনটি সম্ভব হয়েছে। সমর মজুমদারের আকাঁ প্রচ্ছদ সুদৃশ্য ও বইটির কাহিনীর সাথে চমৎকার মানানসই হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটি তেমন চোখে না পড়লে ও একটি বড় মুদ্রণ ত্রুটি র কথা বলা উচিৎ । ১১ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে *আগষ্ট ১৯৪৫* আসলে হবে *আগষ্ট ১৯৫৪ সাল।* আর একটি কথা, অনুবাদকের সংযোজনে *'ঝরা ফুলের কথকতা'* কি খুব প্রয়োজন ছিল?

সবশেষে আমরা আশা করব, স্বপন বিশ্বাস তাঁর অনুবাদকের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আগামীতে আমাদের সাদাকোর কাহিনীর মত এরকম সত্য, শান্তি ও ভালবাসার স্বপক্ষের আর ও কাহিনী উপহার দেবেন। *সাদাকো ও হাজার সারস* বিশ্বের অন্যান্য ভাষার পাঠক/পাঠিকার মত বাংলা ভাষাভাষি হাজার হাজার পাঠক/পাঠিকাকে ও একই ভাবে অনুপ্রাণিত করবে, এই আমাদের প্রত্যাশা। স্বপন বিশ্বাসকে অভিনন্দন।

নিউ ইয়র্ক
১২/৩১/২০০৫

দ্রষ্টব্যঃ আগ্রহী পাঠক পাঠিকারা স্বপন বিশ্বাসের সাথে ই মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়ঃ swapan_biswas@hotmail.com